তারিখ ... 2 JUL 2008
পৃষ্ঠা - ৬ কলাম ৪

দৈনিক
ইনকিলাব

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ কোটি ৫২ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা

গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে আজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ ৪০ দিন গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে আজ খুলবে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মেসে শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে এসে পৌঁছেছে। এমনকি ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরাও এসে পড়েছে। গত ১৯ মে থেকে ২০ জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দফা গ্রীষ্মকালীন ছুটি ঘোষণা করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ও পুরাতন ভবন, ক্লাসরুম, অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং সংস্কারের জন্য ছুটি ১০ দিন বর্ধিত করা হয়। তবে ছুটি চলাকালীন বিভাগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

এদিকে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য ১৪ কোটি ৫২ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এ বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষক-কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের জন্য ৯ কোটি ৬২ লাখ টাকা। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে ৬ কোটি ৬২ লাখ টাকা। শিক্ষা সহায়ক খাতে ৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা রাখা হয়েছে। বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হতে সরকারী বরাদ্দ হিসেবে পাওয়া যাবে মাত্র ৮ কোটি টাকা। যা নিতান্তই অপ্রতুল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯ কোটি টাকার আবেদনে সাড়া মেলেনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট। মিললেও তা কেবলই দয়া-দক্ষিণার অভয়ে মিলেছে মাত্র ৮ কোটি টাকা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার ড. আবু হোসেন সিদ্দিক আশা প্রকাশ করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বরাদ্দ বাড়াবে।

জানা গেছে, গতকাল (সোমবার) বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ কমিটির সভায় এ বাজেট ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার ড. আবু হোসেন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে বাজেট ঘোষণা করা হয়। এমনকি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ১৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা বৈঠকে পাস করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান ইনকিলাবকে জানান, আমরা এ বাজেটে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সরকার থেকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুদানের পরিমাণ কম হওয়ায় বাজেট প্রণয়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হিমশিম খাচ্ছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দেশনা অনুযায়ী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মূল বাজেটের বরাদ্দের বাইরে কোন জনবল নিয়োগ করা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের অবসরজনিত শূন্যপদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পূরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগের অসুবিধা হবে না। কিন্তু নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বেতন বাবদ সহায়তা, পেনশন মঞ্জুরী ও অন্যান্য মঞ্জুরী খাতের জন্য বরাদ্দ অর্থ এক খাত থেকে অন্য খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় হিসাবে বাজেটে ১ম বর্ষ সম্মান ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ অর্থ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।